সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাব/২৪

-দীন মুহম্মদ মানিক।

পরম করুনাময় আল্লাহর নামে শুরু করিলাম

আমজনতার হৃদয়ের ম্যাণ্ডেট পাওয়া বর্তমান সরকার নূতন করিয়া লিখিতব্য সংবিধানে এই দেশের জনগণের প্রস্তাব (যদি থাকে) আহ্বান করিয়াছেন। সেই ডাকে সাড়া দিয়া আশিতিপর এই অধম কিছু প্রস্তাব পেশ করিতে সাহস করিতেছি। আমি মনে করি, এই প্রস্তাবসমূহ এমন কোন প্রস্তাব নহে, যাহা সম্পূর্ণ নূতনত্ব বহন করে। অনেকের প্রস্তাবের সহিত ইহার মিলও থাকিতে পারে। যাহা হউক, প্রস্তাবগুলি নূতন সংবিধানে কোন কাজে আসিলে কৃতার্থ হইব।

১। সংবিধানে 'বিরোধী দল' এর স্থানে 'বিপক্ষ দল' বলা সঙ্গত হইবে। কারণ বিরোধী দলের ইংরেজী শব্দ হইল Against Party অথচ ইংরেজীতে Opposition Partyকেই আমরা 'বিরোধী দল'বলিয়া চালাইয়া যাইতেছি। আমার কথায় ভুল হইলে মাফ চাই ...।

২। প্রধানমন্ত্রী বা দেশের প্রধান নির্বাহী পদে একজন প্রার্থী পর পর দুইবারের অধিক নির্বাচিত হইতে (বা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে) পারিবেন না। তাঁহার আকাশ ছোঁয়া জনপ্রিয়তা থাকিলেও পরপর দুইবারের পর মাঝখানে কমপক্ষে এক টার্ম বাদ দিয়া তাহাকে নির্বাচনে দাঁড়াইতে হইবে। রাষ্ট্রপতির পরামর্শ বা সম্মতি না লইয়া প্রধানমন্ত্রী প্রতিরক্ষা বা সামরিক বাহিনীকে যেখানে সেখানে ব্যবহার করিতে পারিবেন না। ইহাতে দেশ ও জাতির যে কোন দূর্ঘটনা বা ক্ষয়ক্ষতির জন্য রাষ্ট্রপতিকেও দায়ী করা যাইবে।

৩। সংসদীয় আসনেও একজন প্রার্থী পর পর দুইবার সাংসদ নির্বাচিত হইলে তাহাকে পরবর্তী একই নির্বাচনে গ্যাপ দিতে হইবে। ইহাতে ঐ সাংসদের 'গডফাদার' হইয়া উঠাকে নিরুৎসাহিত করা যাইবে এবং দলের অন্যান্য প্রার্থীও নেতা হইবার সুযোগ পাইবেন। গ্যাপ দেওয়ার পর দলচাহিলে বা তিনি ইচ্ছা করিলে আবার নির্বাচন করিতে পারিবেন পর পর দুইটার্ম।

৪। এলাকার উন্নয়নে সংসদ সদস্যের নামে বরাদ্ধকৃত বাজেট হইতে এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের অনুদান স্ব-স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে প্রকল্প সচিব করিয়া পরিচালনা কমিটি বা গভর্ণিং বড়ির মাধ্যম খরচ করিবার বিধান করিলে অধিক সুফল পাওয়া যাইবে। ইহাতে মোটা অংকের অপব্যয় রোধ করা সম্ভব হইবে এবং বাজেটের অধিক উন্নয়ন করা যাইবে। (অভিজ্ঞতালব্দ তথ্য হইতে ...) ।শিক্ষা প্রতিষ্ঠাগুলি লাভবান হইবে। দলীয় বন্দনা করিতে হইবে না ...।

৫। ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রতিবছর সরকারি খরচে 'ফাল্তু' হাজীর হজ্ব পালন বন্ধ করিতে হইবে। বেশীরভাগ হাজীই মেডিক্যাল ক্যাম্প (বাংলাদেশি) কোথায় চিনেও না। ডাক্তারেরা নিজেই (সরকারি খরচে) হজ্ব করিতে ব্যস্ত থাকে। তদুপরি সৌদি হাসপাতালে অনেক আন্তরিকতা পাওয়া যায় এবং পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের ভাষা বুঝার মত দোভাষী আছে। অন্যদিকে বাংলাদেশী প্রবাসী আত্মীয় স্বজনেরাও ভাল আরবী জানে, যাহারা রোগাক্রান্ত হাজীর সঙ্গে গিয়া চিকিৎসার ব্যাপারে সহায়তা করে। উল্লেখ করা উচিৎ যে, এই দেশের সৌদিপ্রবাসীরা হাজীদের যে কোন সেবায় শরীক হইতে পারিলে নিজেদের ধন্য মনে করে।

৬। যে কোন প্রতিষ্ঠান/ বিভাগে যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ নিশ্চিত করিতে হইবে। দলীয় বিবেচনায় নিয়োগে দালালী বাড়ে, মান বাড়ে না। বিশেষ করিয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-প্রধান/ বিভাগীয় প্রধানের বেলায় এই ব্যাপারে সতর্ক থাকিতে হইবে।

৭। জনপ্রিয় নাগরিকেরাই জননেতা হয়। জনগনই তাঁহাদের নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট। সূতরাং তাহাদের চলাচলের জন্য সরকারি ব্যয়ে বেশী নিরাপত্তার প্রয়োজন নাই মনে করি। তারপরেও কমপক্ষে ২ জনের অধিক নিরাপত্তারক্ষীর দরকার আছে বলে মনে করি না। প্রকৃত ভোটে নির্বাচিত হইলে সরকারি খরচে ফুটানি দেখাবার জন্য পুলিশভ্যান ভর্তি নিরাপত্তারক্ষীর দরকার হয়না।তাই এই বিধান বাতিল করিতে হইবে। যদি অনিবার্য কারণবশতঃ প্রয়োজন হয়, তাহার ব্যয়ভার সংসদ সদস্যকে বহন করিবার বিধান করিতে হইবে।

৮। কোন মুক্তিযোদ্ধা সরকারি অবসরপ্রাপ্ত বা সামরিক বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত হওয়ার পর এমপি/মন্ত্রী হইলে তাহার বেতন বা পারিশ্রমিক হিসাবে একাধিক ভাতা সারেন্ডার করিতে হইবে। কারণ একাধিক সরকারি ভাতা গ্রহণ করা বিধি সম্মত নহে। উপরেরটাও খাইবে,নিচেরটাও কুড়াইতে দেওয়া যাইবেনা।

৯। একজন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয় দেশের কল্যাণের জন্য। এলাকার উন্নয়নের জন্য, সংবিধানের বিধি-বিধান ঠিক রাখিবার জন্য, প্রয়োজনে সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন করিবার জন্য। শুধু দলীয় স্বার্থ রক্ষার্থে 'মাথা নাড়িতে বা 'হ্যাঁ' জয়যুক্ত' করিতে নহে। M.Pর মানে হইল (মেম্বার অব পার্লামেন্ট) আইন সভার সদস্য। সুতরাং এখানে কমপক্ষে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি না থাকিলে কাহাকেও সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে দেয়া সমীচিন মনে করি না। নূতন সংবিধানে এই বিধান যোগ করিতে হইবে। বানোয়াট হিসাব দিয়া টাকার খেলার মাধ্যমে সাংসদ হইয়া আইন সভার পবিত্র সংসদ ভবনকে সওদাগর-আখড়ায় পরিণত করার ব্যাপারে সতর্ক থাকিতে হইবে। কারণ, তাহারা আইনের কিছু বুঝে না, বুঝে উন্নয়নের বরাদ্ধের শতকরা ভাগ ও ব্যবসার সুযোগ...।

১০। দেশের জনগণের স্বার্থবিরোধী আইন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের স্বার্থে পাস হইতেছে দেখিয়া একই দলের কোন সাংসদ বিবেকের তাড়নায় 'ফ্লোর ক্রস' করিলে তাহার সদস্যপদ বাতিল হইবে না মর্মে বিধান করিতে হইবে। কারণ, সাংসদগন সংসদে গেছেন দেশের স্বার্থ রক্ষা করিতে, দলের স্বার্থের জন্য নহে। দমন পিড়নের মাধ্যমে ক্ষমতায় থাকিবার জন্য নহে, ক্ষমতায় থাকিতে হইবে জনগণের ম্যাণ্ডেটের মাধ্যমে ...। বর্তমান এই আধুনিক যুগে 'হ্যাঁ', 'না' এর পক্ষে মৌখিক ও হাত তোলা মতামত না চাহিয়া কম্পিউটারের মাধ্যমে মতামত যাচাই করিবার ব্যবস্থা করিলে বিষয়টা আরো স্বচ্চ হইবে। তখন মাননীয় স্পীকার ঘোষণা করিবেন, "পক্ষে এত ভোট এবং বিপক্ষে এত ভোট... , অতএব ... জয়যুক্ত হইয়াছে।"

১১। শুধু "কবর যেয়ারত ও ফাঁসীর জঘন্য আসামীকে (রাজনৈতিক আসামী ছাড়া) সাধারণ ক্ষমা করা" ছাড়া রাষ্ট্রপতিকে আরো ক্ষমতায়ন করিয়া প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতার যুক্তিসংগত ভারসাম্য রক্ষার বিধান করিতে হইবে।

১২। কমপক্ষে সংসদ নির্বাচন 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের' অধীনে হইতে হইবে। 'তত্ত্বাবধায়কসরকার-আইন, পূনর্বহাল করিতে হইবে। যেই বিধানের জন্য আন্দোলন করিয়া কোন দল ক্ষমতায় গিয়া সেই বিধান বাতিল করিলে বা কোর্টের মাধ্যমে করাইলে, সেই দলের সংসদ সদস্যপদ বাতিল হইয়া যাইবার বিধান করিতে হইবে ...।

১৩। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান এবং অন্যান্য জাতি ও উপজাতির সার্বভৌম আবাসভূমি এই স্বাধীন বাংলাদেশ। এখানে প্রত্যেক জাতির স্ব স্ব ধর্মীয় স্বাধীনতা বিরাজমান। অন্য ধর্মাবলম্বীদের বা রাষ্ট্রীয়ভাবে কোন বাধা নাই। ধর্মপ্রাণ কোন জাতি স্ব স্ব ধর্মের পক্ষে না হইয়া পারে না। কোন ধর্মের পক্ষে নয়, এটাই ধর্মনিরপেক্ষতা এবং একমাত্র নাস্তিকই এই পর্যায়ে পড়ে। সুতরাং সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষ' এর স্থলে 'ধর্ম-স্বপক্ষ' উল্লেখ করিয়া সংশোধন করা বাঞ্জনীয় হইবে।

আবার 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' ও 'ধর্মনিরপেক্ষতা' একসাথে যায় না। এইগুলি সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জন ও ধোকা দেওয়ার জন্য দলীয় স্বার্থে আরোপ করা হইয়াছে। কষ্মিনকালেও এইগুলি নিয়া কোন

জনদাবী ছিল না। তাই এইগুলির পরিবর্তে 'ধর্ম-স্বপক্ষ' সংযুক্ত করিলে দীর্ঘদিনের জনক্ষোভের অবসান হইবে আশা করি। অন্যদিকে আপত্তিরও কোন কারণ দেখি না।

১৪। অফিস আদালতে প্রধান নির্বাহীর পেছনে কোন নেতার ছবির বদলে শুধুমাত্র বাংলাদেশের মানচিত্র ও জাতীয় শহীদ মিনারের ছবি টাঙ্গানো বাঞ্চনীয় হইবে। নেতার ছবি দলীয় অফিসে থাকিতে আপত্তি নাই।

১৫। সরকারি ব্যবস্থাপনায় কবর যেয়ারত, ধর্মীয় মজলিশে যোগদানের আনুষ্ঠানিকতা বাতিল করিতে হইবে।

১৬। রাষ্ট্রীয় খরচে একমাত্র দেশে ছাড়া বাইরে চিকিৎসার সুযোগ বন্ধ করিতে হইবে। তবে গরীবের ত্রাণ তহবিল হইতে আবেদনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন নেতা/মন্ত্রী, সরকারি আমলা/কর্মচারী সাধারণ মানুষের মত বিশেষ বিবেচনায় সহায়তা নিতে পারিবেন। সহায়তার পরিমান জনগনের অবগতির জন্য প্রচার ও জবাবদিহি করিতে হইবে।

১৭। রাষ্ট্রীয় বা প্রতিষ্ঠানগত অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন, গীতা, ত্রিপিটক, বাইবেল ইত্যাদি ধর্মীয় কিতাব হইতে পাঠ করিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাংলা অনুবাদও শুনাইবার বিধান আবশ্যিক করিতে হইবে। ইহাতে শ্রুতাগণ উপকৃত হইবে। না হয় বৃথা সময়ক্ষেপনই সার হইবে।

বাংলাদেশ চিরজিবী হউক।

প্রস্তাবক: চট্টগ্রামের চুনতি সরকারি মহিলা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ (অবঃ) ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।
ঠিকানা: গ্রাম: চুনতি, পোষ্ট: শুকুর আলী, উপজেলা: লোহাগাড়া, জেলা: চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৮১৯-৮৬৩৮৮৮ ।
তারিখ: ২৪/১১/২০২৪ ।